মেহেরপুরের কৃতি ছাত্রী ও জাবি শিক্ষকের বিয়ে সম্পন্ন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাইলোজি বিভাগের প্রভাষক নাদিম শরীফের সাথে মেহেরপুরের সন্তান ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী আফসানা খান দ্রুতি”র আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে সমপন্ন হয়েছে।

আফসানা খান দ্রুতি মেহেরপুর শহরের আওয়ামীলীগ নেতা ও বিশিষ্ট ঠিকাদার জাকির হোসেন খান মিন্টু’র প্রয়াত বড় ভাই আমীনুর রহমান খান ডাকু ও ফারজানা রহমান খানের একমাত্র সন্তান। সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বসবিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

নাদিম শরীফ মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়াস্থ মো: শরীফ উদ্দীন ও নাছিমা শরীফের পুত্র।

বিয়েতে মেহেরপুর জেলার রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সুধিসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কার্যালয় পরিদর্শন করলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কার্যালয় এর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, সৌন্দর্য বর্ধক কার্যক্রম ও ছাদ বাগান পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

আজ বুধবার সকালে নব নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের শপথ

গ্রহন অনুষ্ঠানের আগ মুহূর্তে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রশাসনে কার্যালয়টি পুরো পরিদর্শন করেন।

এ সময় তার সাথে জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেক, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হুদা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন।

এছাড়াও এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম,স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধ মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হুদা,মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌর সভার মেয়র আহাম্মেদ আলী, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদের মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদ (৬৫)অসুস্থ জনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার (১৩ জুলাই) ভোর ৫ টার দিকে মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়াস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন তিনি। তার স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, রাজনৈতিক সহচার্জ, বন্ধু বান্ধব ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

শেখ সাঈদ আহমেদের স্ত্রী রোমানা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান ও বর্তমানে মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা।

তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ দুরারোগ্য ব্যধি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

আজ দুপুরে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে জানাজা শেষে পুরাতন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

এদিকে জেলা বিএনপির এই নেতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ বিএনপি নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, শেখ সাঈদের শোকার্ত পরিবার ও স্বজনদের ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন।

আবেগঘন পরিবেশে ডিবির এসআই অজয়

কুমার কুন্ডু’র বিদায়

ছিল গভীর ভালবাসা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা আর দায়ীত্বের প্রতি অবিচল আস্থা। সব নিয়ে মেহেরপুর জেলায় দায়ীত্ব আর কর্তব্যের চার বছরে সরকারী স্বীকৃতি মিলেছে ৯ বার।

মাদকদ্রব্য উদ্ধার, মাদক বিক্রেতা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামী গ্রেফতারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করায় এসব স্বীকৃতি পান এই চৌকস পুলিশ অফিসার অজয় কুমার কুন্ডু।

চার বছরের কর্মস্থল ছেড়ে নতুন স্থানে বিদায় বেলায় সহকর্মীদের আবেগঘন বক্তব্য যেনো উপস্থিত সবাই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। মঙ্গলবার (১২ জুলাই) সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের উদ্যোগে ডিবির চৌকশ অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডুর বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম, উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ সরকার এএসআই হেলাল উদ্দীন বিদায় বেলায় তাকে ভালবাসার নিদর্শন ফুলের তোড়া ও ক্রেষ্ট তুলে দেন।

এসময় ডিবি পুলিশের বিভিন্ন স্তরের অফিসার ও কনষ্টেবল উপস্থিত ছিলেন।

এসময় অজয় কুমার কুন্ডু বলেন, ২০১৮ সালে মেহেরপুর জেলায় যোগদান করি। এখানে এসে প্রথমে বৈকুন্ঠপুর পুলিশ ফাঁড়িতে কাজ শুরু করি। এরপর গাংনীর পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পেও দায়ীত্ব পালন করেছি। এছাড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) প্রায় ২ বছর সুনামের সাথে দায়ীত্ব পালন করেছি। তিনি বলেন, আমার চাকুরীর জীবনে মেহেরপুর জেলায় দায়ীত্ব পালন করাকালীন সময়ে বিআইসি, ডিটিএস, সিডিএমএস, আরএএল, পিএল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি। যা আমার চাকুরীতে পদোন্নতিতে কাজে আসবে।

তিনি বলেন, জেলার মানুষ অত্যন্ত ভাল মনের মানুষ। আমাকে আমার ডির্পাটমেন্টের পাশাপাশি জেলার সকল শ্রেনীর মানুষ সহযোগীতা করেছেন। আমার ডির্পাটমেন্টের অফিসারবৃন্দ ও সহকার্মীরা আমাকে সকল সময় সব কাজে প্রাণান্তকর সহযোগীতা দিয়েছেন। আমি যেখানেই যাবো এজেলার মানুষকে সব সময় মনে রাখবো।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের সব্জী হ্মেত কর্তনের মামলায় গ্রেফতার ২

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃষক মোহন আলীর জমির সব্জী হ্মেত কাটা মামলায় ২ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সাহারবাটি গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে মফিজির রহমান পিন্টু ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে বাবর আলী। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। মামলার আইও গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল ইসলাম নুর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (১৩ জুলাই) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃষক মোহন আলীর চার বিঘা জমির সব্জী লাউ ও মিষ্টি কুমড়া হ্মেত গত সোমবার (১১ জুলাই) দিবাগত রাতে কেটে দেই দূর্বৃত্তরা। এঘটনায় কৃষক মোহন আলী বাদী হয়ে এজহার নামীয় ৩ জন ও অজ্ঞাত নামা ৪ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা ১৭। তারিখ ১২/০৭/২০২২ ইং।

এই মামলায় এজাহার নামীয় আসামী মফিজুর রহমান পিন্টু ও বাবর আলীকে গ্রেফতার করা হলো। বাকী আসামীদের গ্রেফতার অভিযান চলছে বলে জানান এসআই নুর।

আমরা ‘৮৫, মেহেরপুর এর

উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী

অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের সামাজিক সংগঠন আমরা ‘৮৫, মেহেরপুর এর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার তালসারি ডিসি ইকোপার্কে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সংগঠনের সহ সভাপতি প্রভাষক মফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক সামসুল আযম লিন্টু, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ডা জে পি আগরওয়ালা সপ্পু, সাজেদুর রহমান রোকন, লে. কর্নেল (অব.) আলী রেজা সংগ্রাম, তারিকুল ইসলাম খান, ড. আনিচুর রহমান টিপন, সহযোগী অধ্যাপক কলিমুদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুল হক মন্টু, সদস্য সহকারী অধ্যাপক মাসুদ রেজা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামান, ডা. রাসেদ, অঞ্চল ভট্টাচার্য্য, শামীমুল ইসলাম রাজ্জাক প্রমূখ।

আলোচনা শেষে পুরাতন কমিটিকে আগামী দুই বছরের জন্য পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিটির সভাপতি হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মমিনুল হক জুয়েল, সহ সভাপতি মফিজুল ইসলাম, সম্পাদক সামসুল আযম লিন্টু, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুল হক মন্টু সহ এগারো জন।

আলোচনা পরবর্তীতে মধ্যান্ন ভোজের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কুইজ প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি হয়।

গাংনীতে এমপি সাহিদুজ্জামানের

উদ্যোগে দিনব্যাপি ঈদ

পূর্ণমিলনী ও সাংস্কৃতিক আয়োজন

পবিত্র ঈদুল আযহার আনন্দ প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে দিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আয়োজন করেছিলেন দিনব্যাপি ঈদ পূর্ণমিলনী ও সাংস্কৃতিক আয়োজন।

গাংনী উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ এ মিলনমেলায় অংশ নেন।মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের উষ্ণ আতিথিয়তায় মুগ্ধ হন প্রাণের মিলন মেলার অতিথিবৃন্দ।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো: মোখলেছুর রহমান মুকুল, উপজেলার আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আবুল বাশারসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, কাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলম হুসাইনসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীবৃন্দ ছাড়াও কুষ্টিয়ার লালন একাডেমীর শিল্পীবৃন্দরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মেহেরপুরের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে লাখো পর্যটকদের ভীড়ে মুখরিত

পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটিতে জনতার ঢল নেমেছে মেহেরপুরের বিনোদন

কেন্দ্রগুলোতে। রোদ বৃষ্টির লুকোচুরির মধ্যেও থেমে নেই বিনোদন পিপাষুদের ঘুরাঘুরি। সকাল থেকেই যেন বিনোদন স্পটগুলোতে আসছে হাজার হাজার নারী পুরুষ।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর, বৃটিশ বেনিয়াদের আমঝুপি কুঠিবাড়ি ও ভাটপাড়া কুঠিবাড়ি (বর্তমানে ডিসি ইকো পার্ক ভাটপাড়া) এবং জেলার অন্যান্য বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে মানুষের ঢল নেমেছে। মুলত ঈদের দিন থেকেই লোকজনের সমাগম শুরু হয়েছে এসব বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে। চলবে এখনও দুই থেকে তিনদিন। বিনোদনের জন্য মেহেরপুর জেলাসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে এসব স্পটগুলো।

স্বাধীনতার সূতিকাগার ঐতিহাসিক মৃুজিবনগরে আসা পার্শ্ববর্তি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার আরমান আলী ও তার স্ত্রী নাসরিন সুলতানা জানালেন ঈদে একটু ঘোরাঘুরি করতেই এখানে আসা। এখানকার স্থাপনাগুলো মুক্তিযুদ্ধ ভিত্ত্বিক। তবে এখানে শিশুদের বিনোদনের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়া পাবলিক সৌচাগার না থাকায় নারীদের বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার জামজামি গ্রাম থেকে আসা যুবক ফরহাদ হোসেন, আলম হোসেন, নাহিদ হাসান ও সাজিদ রহমান জানান, আমরা ৩ টি নসিমনে চড়ে প্রায় অর্ধশতাধিক যুবক এসেছি এখানে। আমরা প্রতিবারই এখানে ঘুরতে আসি। এখানে প্রতি বছরই লাখো জনতার ঢল নামে। আমরা মূলত ঈদের দ্বিতীয় দিনে এখানে আসি। মুজিবনগরের বিশাল আম্রকাননের ছায়ায় ঘুরতে বেশ ভালই লাগে। এছাড়া এখানে মহান স্বাধীনতার স্মৃতি বিজড়িত স্থাপনাগুলো আমাদের দেশ প্রেমিক হতে সহায়তা করে।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার সাতমাইল গ্রামের আবু সালেহ তার পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে এসেছেন ঈদের ঘুরাঘুরি করতে মেহেরপুরের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে। তিনি মুজিবনগর ছাড়াও আমঝুপি নীলকুঠি ও গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক ঘুরেছেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে। তিনি বলেন, স্ত্রী ও তার ছেলে রুপম হোসেনকে ঐতিহাসিক এ স্থানগুলো দেখাতে পেরে বেশ গর্বিত। কারন, এখানে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের যেমন গৌরবান্বিত ইতিহাস, তেমনী রয়েছে বৃটিশ বেনীয়াদের নির্মম অত্যাচারের স্মৃতিচিহৃ। তাই বিনোদন পিয়াসীদের আকর্ষণের অন্যতম জায়গা ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্স, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক ও আমঝুপি নীলকুঠি।

বিনোদনের প্রত্যাশায় বাস-ট্রাক, মোটর সাইকেল, নছিমন, করিমন, আলমসাধুযোগে এসব স্থানে ভিড় জমাচ্ছে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ ও শিশুরা।

স্থানীয় দর্শনার্থী ছাড়াও মাইক, ব্যান্ড ও ভেপু বাজিয়ে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোরসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমেছে মুজিবনগরে। ভ্রমণ পিপাসু এসব মানুষের ভিড়ে মুখর হয়ে উঠেছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স।
মুজিবনগরে বিশাল আম্রকানন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা কমপ্লেক্সে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র, স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন মূর্যাল, সরকারি শিশু পরিবার, ছয়স্তর বিশিষ্ট গোলাপ বাগান, শাপলা চত্বরসহ বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে ঘুরে দেখছেন দর্শনার্থীরা।

মুজিবনগর কমপ্লেক্সে আনসারদের নেতৃত্বে পাহারায় আছেন অর্ধশতাধিক আনসার সদস্য। ঈদ-পরবর্তী অতিরিক্ত লোক সমাগমে যে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা রোধে অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য এখানে নজরদারি রেখেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

এদিকে গাংনী উপজেলা শহর থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার দুরের পথ ভাটপাড়া ডিসি ইকো পার্ক। বৃটিশ বেনীয়াদের নীলকুঠি সেজেছে নতুন রুপে। এখানে এখন ভ্রমন পিপাষূদের মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের জন্য রয়েছে বিনোদনের নানা উপকরণ। কেবল কার, আযব গুহা, ট্রেন ভ্রমন, ঘোড়াই চড়া, নৌকা ভ্রমন, শিশুদের মটরসাইকেল চালানো থেকে শুরু করে সব ধরনের বিনোদন ব্যবস্থা যেন বিনোদন পিপাষুদের আকর্ষণ করছে নানাভাবে। ঈদের দিন থেকেই শুরু হয়েছে উপচে পড়া ভীড়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেছেন, ভ্রমন পিপাষুদের নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমান নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, বৈশ্বিক সমস্যা কেটে যাওয়ার পর মানুষের মাঝে নতুন আমেজ তৈরী হয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার পাশাপাশি বিনোদন পিপাষু হয়ে উঠেছেন। এবার মানুষ নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছেন। আইনশৃংখলা ভাল রয়েছে।

মেহেরপুরে সংঘর্ষে আহত ১

মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়নের বারাকপুর গ্রামে ঘরজামাইকে বাড়িতে ফেরানোর জন্য ঝগড়া বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে মোছাঃ ফাহিমা (৫৫) নামের এক নারী আহত হয়েছে।

আহত ফাহিমার আশঙ্কাজনক অবস্থা হওয়ার কারণে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়নের বারাকপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত ৩ মাস আগে ফাহিমার নাতনি (১৮) প্রবাসী লিটনের ছেলে মাহাফুজ পালিয়ে বিয়ে করে। মাহাফুজের পরিবার তাদের দুইজনকেই অস্বীকার করায় ফাহিমা তার বাড়িতে ছেলে ও মেয়েকে বসবাস করে দেন।

হঠাৎ কালকে বিকাল ৩ টার দিকে মাহাফুজ নিখোঁজ হন। তাকে রাত ৯ টার সময় উদ্ধার করা হয় তার মামা জহিরের কাছ থেকে। পরে সকালে ছেলের মামা জহির, আমির হামজা, পটো, নাজুকিসহ আরো কয়েক জন ঝগড়া ও হাতাহাতি শুরু করে।

এতে ফাহিমা আহত হন। আহত ফাহিমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফাহিমা বর্তমানে জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।